তিলাওয়াতে কোরআনের বরকত সমূহ

05-July-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ حَمِدَ الرَّبَّ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّه فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَه অর্থাৎ যে কোরআনে পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ তায়ালা**র হামদ (প্রশংসা) করলো এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো, তাছাড়া আপন **দয়ালূ রবে**র নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করলো, তবে সে কল্যাণকে আপন স্থান থেকে অন্বেষণ করে নিলো।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২/৩৭৩, হাদীস নং-২০৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** অসংখ্য দয়া যে, তিনি আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করে আমদের প্রতি অনেক বড় নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে মজীদ তিলাওয়াতকারী প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতিটি হরফের পরিবর্তে দশটি করে নেকী দান করে থাকেন। আসুন! এরই ধারাবহিকতায় কোরআনে মজীদ তিলাওয়াত করার আরো কিছু ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

সূরা ইয়াসিনের বরকত

একবার নাসিরুদ্দীন বসতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসুস্থ হলেন এবং এই অসুস্থতায় তিনি সম্মোহিত হয়ে মূর্ছা গেলেন, আত্মীয় স্বজনরা তাকে মৃত মনে করে গোসল ও কাফনের পর দাফন করে দিলো, কবরে রাতে যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এলো তখন নিজেকে কবরে দাফন অবস্থায় পেয়ে আশ্চার্য হয়ে গেলো। এমতবস্থায় তাঁর স্মরন এলো, যে ব্যক্তি পেরেশানগ্রস্থ অবস্থায় চল্লিশবার (৪০) সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার বিপদকে দূর করে দেন এবং অভাবকে প্রাচুর্যে পরিবর্তন

হয়ে যায়। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন, তখনো তিনি উনচল্লিশবার পড়েছিলেন যে, একজন কাফন চোর কাফন চুরি করার নিয়্যতে তাঁর কবর খনন করা শুরু করলো, তিনি তাঁর মুমিনসূলভ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জেনে গেলেন যে, সে হলো কাফন চোর, সুতরাং চল্লিশতমবার খুবই নিম্নস্বরে পাঠ করা শুরু করলেন, যেনো সে না শুনে, এদিকে তিনি চল্লিশতমবার পূর্ণ করলেন, ঐদিকে কাফন চোরও তার কাজ শেষ করে ফেললো, তিনি উঠে কবর থেকে বের হলেন, ভয়ে কাফন চোরের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো এবং সে মারা গেলো, ইমাম নাসিরুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চিন্তা করলেন যে, আমি যদি এখনি শহরে চলে যাই তবে লোকেরা খুবই চিন্তায় পরে যাবে এবং তারা ভয় পেয়ে যাবে, তিনি রাতেই শহরে গেলেন এবং প্রত্যেক মহল্লার দরজায় এসে ডাকতে লাগলেন যে, আমি নাসিরুদ্দীন বাসতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, তোমরা আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় দেখে ভূলে মৃত মনে করে দাফন করে দিয়েছিলে, আমি জীবিত। এই ঘটনার পর ইমাম নাসিরুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোরআনে করীমের তাফসীর লিখেন। (ফাওয়ায়িদিল ফাওয়াদ (অনুদিত), ১৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, কোরআনে করীমের তিলাওয়াতে কিরূপ বরকত রয়েছে যে, যখন ইমাম নাসিরুদ্দীন বাসতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হুঁশ এলো এবং তিনি নিজেকে কবরের মধ্যে পেয়ে এই পেরেশানি অবস্থায় তিনি সূরা ইয়াসিন শরীফের তিলাওয়াত শুরু কর দিলেন, যার বরকত এভাবে প্রকাশ পেলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** অদৃশ্য থেকে তাঁর মুক্তির উপায় সৃষ্টি করে দিলেন আর এভাবেই তিনি জীবিত নিরাপত্তার সহিত কবর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসেন আর তাঁর প্রাণ বেঁচে গেলো। নিঃসন্দেহে কোরআনে মজীদ **আল্লাহ তায়ালা**র অনেক বড় নেয়ামত, রহমত এবং বরকতময় কিতাব, যা **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর বান্দাদের পথনির্দেশনা এবং তাদের কল্যাণ ও সফলতার জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টিময় অন্তরে অবতীর্ণ করেন। এর মহত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি হচ্ছে কালামুল্লা (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় কালাম), এই মুবারক কিতাব প্রতিটি দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, এটি অবতীর্ণকারী জগতের রব আর তা আনয়ণকারী হচ্ছে রুহুল

আমীন (হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام), যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে **তিনি** হচ্ছেন **রাহমাতুল্লিল আলামিন**, আর যেই উম্মতের জন্য এসেছে তারা সকল উম্মতের মধ্যে উত্তম, যেই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে সেই ভাষা হলো স্পষ্ট, যেই মাসে অবতীর্ণ হয়েছে সেই মাস সকল মাসের মধ্যে সম্মানিত, যেই রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা হচ্ছে অতি উত্তম রাত, আর যেই স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো খুবই উত্তম। কোরআনে করীম হলো **আল্লাহ তায়ালা**র ওহী, **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যের মাধ্যম, সর্বকালের জন্য দূর্লভ একটি ব্যবস্থাপত্র, সকল আসমানি কিতাব সমূহের সারাংশ, সকল জ্ঞানের মূল অর্থাৎ সমষ্টি, এটি হিদায়তের সমষ্টি, রহমতের ভান্ডার এবং বরকতের উৎস, এটি এমন একটি বিধান যার উপর আমল করে সকল মাসআলার সমাধান করা যায়, এমন এক নূর যা দ্বারা ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে দূরে থাকা যায়, এমন পথ যা সোজা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের এমন পদ্ধতি, যা মানুষকে পবিত্র করে তাকে অতুলনীয় বানিয়ে দেয়, এমন এক বৃক্ষ যার ছায়ায় উপবিষ্টদের অন্তরের প্রশান্তি অনুভূত হয়, এমন বিশ্বস্ত সাথী যা কবরেও সাথী হিসেবে থাকবে এবং হাশরেও বিশ্বস্ততার হক আদায় করবে। এতে অসুস্থ হৃদয়ের জন্য শিফা রয়েছে, যে একে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরলো সে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে গেলো, যে এর উপর আমল করলো সে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা পেয়ে গেলো।

স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালা** ২৩তম পারার সূরা যুমার এর ২৩ নং আয়াতে কোরআনে করীমের প্রশংসা করেছেন;

সবচেয়ে উত্তম কিতাব

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖ

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের, পুনঃপুনঃ বর্ণনাসম্পন্ন।

তাফসীরে খাযিনে কোরআনে পাকের এই اَحْسَنَ الْحَدِیْث (সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব) হওয়ার দু'টি ধরন বর্ণনা করা হয়েছেঃ (১) শাব্দিক দিক দিয়ে এবং (২) অর্থের দিক দিয়ে।

(১) শাব্দিক দিক দিয়ে এভাবে যে, কোরআনে করীম অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায় উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, না এটা কবিতার ছন্দের দিক দিয়ে আর না সাধারণ খুতবা ও রিসালা শৈলী বরং এটি কালামের এমন একটি প্রকার, যা নিজস্ব রচনা শৈলীতে সবচেয়ে আলাদা।

(২) অর্থের দিক দিয়ে এভাবে যে, কোরআনে মজীদের কোথাও দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সংঘর্ষ এবং মতানৈক্য নেই এবং এতে অতীতের সংবাদ, পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী, অসংখ্য অদৃশ্যের সংবাদ, ওয়াদা ও শাস্তি এবং জান্নাত ও দোযখের বর্ণনা।

(তাফসীরে খাযিন, ২৩ পারা, আয যুমার, ২৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৫৩)

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, اَصْدَقُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰه অর্থাৎ সবচেয়ে সত্য হাদীস হচ্ছে কালামুল্লাহ। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২০০, হাদীস নং- ৪৭৮৬)** অপর এক হাদীস শরীফে রয়েছে, خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰه অর্থাৎ উত্তম হাদীস হলো কিতাবুল্লাহ।

(সহীহ মুসলিম, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৬৭)

কোরআনে পাকের শিক্ষাকে ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোনদের তাছাড়া মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের মাঝে প্রসারকারী আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা ও আমীর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে দোয়া করছেন;

হার রোজ মে কোরআন পড়ো কাশ খোদায়া!
আল্লাহ! তিলাওয়াত মে মেরে দিল কো লাগা দেয়

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: হাদীস অর্থ হচ্ছে সাধারণভাবে কথা, সুতরাং এই অর্থে কোরআনও হাদীস এবং মানুষের কথাবার্তাও হাদীস, কিন্তু পারিভাষিকভাবে শুধু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী এবং কাজকেই হাদীস বলা হয়। এখানে শাব্দিক অর্থে বিবেচিত, **আল্লাহ তায়ালা**র কালাম সকল কালামের মধ্যে এমন সম্মানিত যেমন **স্বয়ং পরওয়ারদিগার তাঁর** সৃষ্টির উপর। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৫৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আপনারা কোরআনে করীমের ফযীলত ও উৎকর্ষতা শ্রবণ করলেন, আসলেই কোরআনে করীমের শান ও মহত্বের অনুমান করা যাবেনা, তা পাঠ করা ইবাদত, তা শুনা ইবাদত, তা স্পর্শ করা ইবাদত এমনকি তা

দেখাও ইবাদত। এই পবিত্র কালাম রহমত এবং বরকতে ভরা। আসুন! প্রথমে এই মুবারক কিতাবের প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের ফযীলত শ্রবণ করি।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসার পরিচয় জানার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: যার এটা জানা পছন্দনীয় যে, সে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে, তবে সে যেনো দেখে যে, যদি সে কোরআনকে ভালবাসে (অর্থাৎ এর তিলাওয়াত করে এবং এর উপর আমল করে। (শরহে শিফা লিল আল্লামা আলী কারী)) তবে সে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেও ভালবাসে।

(মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ৯/১৩২, হাদীস নং-৮৬৫৭)

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো কোরআনের প্রতি ভালবাসা পোষন করা, কোরআনের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা পোষন করা, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো সুন্নাতের (অর্থাৎ **তাঁর** হাদীস এবং অবস্থাদীর) প্রতি ভালবাসা পোষন করা, সুন্নাতের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো আখিরাতের প্রতি ভালবাসা পোষন করা, আখিরাতের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা এবং দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করার নিদর্শন হলো, এর থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী নেয়া আর এতটুকু পরিমানে নেয়া, যা আখিরাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

(আশ শিফা বিতা'রিফে হুকুকুল মুস্তফা, ২য় অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা)

"জামেউল উলুম ওয়াল হিকম" এ রয়েছে: ভালবাসা পোষণকারীর নিকট কোন কিছুই প্রিয়তমের বাণী থেকে বেশি মিষ্ট ও সুস্বাদু হয়না, প্রিয়তমের বাণী তার জন্য অন্তরের প্রশান্তি অর্থাৎ আনন্দের কারণ হয় এবং এটিই তাঁর মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকম, ৪৫২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, কোরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা কতযে গুরুত্বপূর্ণ যে, কোরআনের ভালবাসাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার নিদর্শন বলা হয়েছে এবং কোরআনের ভালবাসার নিদর্শন এর তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর উপর আমল করতে হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কোরআনের তিলাওয়াত করাকে অভ্যাসে পরিনত করা এবং এর ভালবাসা অন্তরে বৃদ্ধি করতে ৭২টি ইনআমাতের ২১ নং মাদানী ইনআমে বলেন: **"আজ কি আপনি কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত (অনুবাত ও তাফসীর সহকারে) তিলাওয়াত করা বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?"** সুতরাং আমাদেরও এই অভ্যাস গড়া উচিৎ যে, প্রতিদিন কানযুল ঈমান শরীফ থেকে খাযায়িনুল ইরফান বা সিরাতুল জিনান সহ অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে গভীর মনযোগের সহিত কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, অনুরূপভাবে মাদানী ইনআমের উপর আমল করার পাশাপাশি তিলাওয়াতের অসংখ্য কল্যাণ এবং বরকত নসীব হবে এবং আমলের প্রেরণাও সৃষ্টি হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ঐ সমস্ত লোক খুবই সৌভাগ্যবান, যারা কোরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা পোষন করে এবং এর তিলাওয়াত করার পাশাপাশি এর উপর আমলও করে, কিন্তু আফসোস, শত কোটি আফসোস! আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ এমনও রয়েছে, যারা কোরআনে পাক থেকে অনেক দূরে থাকে এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের তিলাওয়াত করার তৌফিক নসীব হয়না, এই কারণেই আজ আমরা বিভিন্ন পেরেশানির সম্মূখিন হচ্ছি, অনৈক্য, মতভেদ এবং বেকারত্ব খুবই ভয়াবহভাবে আমাদের আকঁড়ে ধরেছে, কিন্তু আমরা রেখে ভুলে গেছি এবং কখনো খুলেও দেখিনি, অথচ ঘরে কোরআনের তিলাওয়াত করা অনেক ফযীলতপূর্ণ।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "যেই ঘরে কোরআনে করীম পাঠ করা হয়, তা তাতে অবস্থানকারীদের উপর প্রশস্ত হয়, এর অনেক কল্যাণ হয়, এতে ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং শয়তান এর থেকে বের হয়ে যায় আর যেই ঘরে কোরআনে করীম পাঠ করা হয়না, তা তাতে অবস্থানকারীদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, এর কল্যাণ কমে যায়, এর থেকে ফিরিশতা বের হয়ে যায় এবং শয়তান এসে যায়।" **(ইহইয়াউল উলুম (অনুদিত), ১ম খন্ড, ৮২৬ পৃষ্ঠা)**

নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, সরদারে দো'জাহান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা কোরআনের সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখো, একে সর্বদা পাঠ করতে থাকো, শত শপথ ঐ স্বত্বার, যার কবযায় আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ছুটে যাওয়ার প্রতি সচেষ্ট ঐ সকল উটদের থেকে, যারা তাদের রশিতে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০৩৩) সুতরাং আমার **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কোরআনের সত্যিকার আশিক হয়ে যান, এর সাথে সত্যিকার টান লাগিয়ে নিন, প্রতিদিন এর তিলাওয়াত করাকে অভ্যাসে পরিনত করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অতঃপর এর রহমত ও বরকত আমাদেরও নসীব হবে, ঘর থেকে পেরেশানি দূর হবে, রিযিকে বরকত হবে এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সকল বিষয়াদী সহজ এবং সমাধান হতে থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার কোরআন তিলাওয়াতের মহত্ব এবং ফযীলত সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি, যেনো আমাদের অন্তরেও কোরআনে পাকের গুরুত্ব এবং প্রতিদিন নিয়মিত এর তিলাওয়াত করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। **আল্লাহ তায়ালা** ২২তম পারার সূরা ফাতিরের ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿۲۹﴾

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা **আল্লাহ**র কিতাব পাঠ করে; নামায কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথ ব্যয় করে-গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমনই ব্যবসার আশাবাদী যাতে কখনো লোকসান নেই;

তাফসীরে বাগভীতে এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে বর্ণিত রয়েছে যে, "تِجَارَةً" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাওয়াব, যা **আল্লাহ তায়ালা** ওয়াদা করেছেন, এতে কখনোই ক্ষতি অর্থাৎ লোকসান নেই, অর্থাৎ এই প্রতিদান কখনোই বাতিল হবেনা, ধ্বংস হবেনা। (তাফসীরে বাগভী, ৩য় খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা) যেনো **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে করীমের তিলাওয়াতকারীদের মহান প্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করছেন।

অপর এক স্থানে তিলাওয়াতকারীদের প্রশংসায় এভাবে ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖؕ اُولٰٓىٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖؕ وَ مَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓىٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ(۱۲۱)

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা যেমনই উচিত, তা পাঠ করে। তারাই তার উপর ঈমান রাখে। আর যারা এটাকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াতে اُولٰٓىٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖؕ অর্থাৎ 'তারাই তার উপর ঈমান রাখে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল সাহাবীগণ, যারা **আল্লাহ তায়ালা**র আয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করে এবং এর সত্যায়ন করে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)** জানা গেলো যে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা, ঈমানদারদেরই কাজ এবং তাঁদেরই বৈশিষ্ট।

এই আয়াতের আলোকে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত মহান ও সহজ তাফসীর **"সীরাতুল জিনান" ১ম** খন্ডের ২০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

কোরআনে মজীদের হক সমূহ

এ থেকে এটাও জানা গেলো যে, **কিতাবুল্লাহ**র অনেক হকও রয়েছে। কোরআনে হক হলো যে, তা শিক্ষা অর্জন করা, এর প্রতি ভালবাসা পোষন করা, এর তিলাওয়াত করা, একে বুঝা, এর প্রতি ঈমান রাখা, এর প্রতি আমল করা এবং একে অপরের প্রতি পৌঁছানো। অনুরূপভাবে হাদীসে মুবারাকায়ও কোরআনে মজীদ তিলাওয়াতের অসংখ্য ফযীলত বিদ্যমান। অতএব এ বিষয়ে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করুন।

১. কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করো, কেননা এটি কিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করার জন্য আসবে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮০৪)

২. হাদীসে কুদসী হলো, **আল্লাহ তায়ালা**র ইরশাদ করেন: "যাকে কোরআনের তিলাওয়াত আমার থেকে চাওয়া এবং প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে কৃতজ্ঞদের সাওয়াব থেকেও উত্তম দান করবো।"

(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৩৭)

৩. "তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন কৃষ্ণ কস্তুরীর (এক প্রকার সুগন্ধি) পর্বতের উপর থাকবে, তাদের কোন প্রকার ভয় থাকবে না, না তাদের থেকে হিসাব নেওয়া হবে, এমনকি লোকেরা হিসাব নিকাশ থেকে অবসর হয়ে যাবে। (তাদের মধ্যে একজন) ঐ ব্যক্তি, যে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য কোরআনে করীম তিলাওয়াত করে এবং মানুষের ইমামতি করে আর সে এতে সন্তুষ্ট।"

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০০২)

৪. আহলে কোরআন (অর্থাৎ এর তিলাওয়াতকারী এবং এর আহকাম অনুযায়ী আমলকারী)(ইত্তিহাফুস সা'দাত লিল মুত্তাকিন, ৫ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ** ওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ লোক। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৫)

আল্লাহ মুঝে হাফিযে কোরআন বানা দেয়,
কোরআন কে আহকাম পে ভি মুঝ কো চালা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, কোরআনে মজীদ, ফোরকানে হামিদের তিলাওয়াত করাতে কিরূপ বরকত রয়েছে যে, **আল্লাহ তায়ালা** স্বয়ং এরূপ লোকদের প্রশংসা করছেন, তাছাড়া হাদীসে করীমায়ও এর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনে করীমের তিলাওয়াতকারীদেরকে **আল্লাহ তায়ালা**র বিশেষ বান্দা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাছাড়া যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করলো, কিয়ামতের দিন তার না কোন প্রকার ভয় অনুভূত হবে আর না তার থেকে হিসাব নেয়া হবে। একটু ভাবুন তো যে, এত নেয়ামত ও দানের পরও এই কালামে মজীদের তিলাওয়াত না করা কিরূপ বঞ্চনার বিষয়।

আমাদের আসলাফে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের এমন আগ্রহ ছিলো যে, প্রতিটি আয়াতে মুবারাকা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করতেন এবং খুবই আগ্রহ সহকারে তিলাওয়াত করতেন। সুতরাং এক বুযুর্গ বলেন: আমি একটি সূরা শুরু করি এবং এতে এমন বিষয় পর্যবেক্ষণ করি যে, সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি, তবুও সেই সূরা পরিপূর্ণ হয়না। (ইহইয়াউল উলুম, ৮৫২ পৃষ্ঠা)

অপর এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: যেই আয়াতে মুবারাকা আমি না বুঝে অন্যমনস্কতায় পাঠ করি, তা সাওয়াবের উপায় মনে করি না। (ইহইয়াউল উলুম, ৮৫২ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন কোরআনে করীমের কোন আয়াত পাঠ করি, তখন চার পাঁচ রাত এভাবেই চিন্তা ভাবনা করে অতিবাহিত হয়ে যায়, যদি আমি স্বয়ং এতে চিন্তা ভাবনা করা ছেড়ে না দিই তবে পরবর্তী আয়াত পাঠ করার সুযোগই আসেনা। (ইহইয়াউল উলুম, ৮৫৬ পৃষ্ঠা) আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এতো অধিকহারে তিলাওয়াত করতেন যে, এর কারণে তাঁর নিকট দু'টি কোরআন শরীফ শহীদ হয়ে গিয়েছিলো, অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেখে দেখে কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন এবং কোনদিন কোরআনে পাক দেখা ছাড়া অতিবাহিত করা পছন্দ করতেন না। (ইহইয়াউল উলুম, ৮৪৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া আল্লাহ আশিকানে কোরআনের সদকা, আমাদেরকে আশিকে কোরআন বানিয়ে দাও, আহ! কোরআন দেখা ছাড়া, কোরআন পাঠ করা ছাড়া আমাদের যেনো স্বস্তি না আসে। আমিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! কোরআনের তিলাওয়াত সবচেয়ে উত্তম ইবাদত, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِیْ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হচ্ছে কোরআনের তিলাওয়াত।" (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০২২) সুতরাং এর তিলাওয়াত করা ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়, নিশ্চয় বুদ্ধিমান সেই, যে এই দুনিয়ায় বেশি পরিমাণে নেকী অর্জন করাতে লিপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং নিয়্যত করে নিন যে, ভবিষ্যতে নিয়মিত কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করবো এবং কখনোই বিরতি দিবো না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনের শিক্ষাকে প্রসার করতে শুধুমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নয় বরং আমলীভাবে কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করার চেষ্টাও করতে হবে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**, কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণের বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী** কোরআনে পাকের হিফয ও নাজারার শিক্ষাকে দেশে দেশে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে এমনকি প্রতিটি গলি মহল্লায় পৌঁছানোর জন্য সদা সচেষ্ট, আপনিও এই

প্রচেষ্টায় **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের সহায়তা করুন, কিভাবে সহয়তা করবেন? শুনুন, আপনার পবিত্র উপার্জন থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে মাদরাসা বানিয়ে দিন, যেনো **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালারা তাদের মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদেরকে কোরআনের শিক্ষা দেয়, কোরআনের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য আপনি আপনার বেতন ও উপার্জন থেকে কিছু অংশ নির্ধারন করে দিন, চাইলে কোন মাদরাসার ব্যয়ভার বা কোন শিক্ষকের বেতন নিজের দ্বায়িত্বে নিয়ে নিন, অপরকেও এই নেকীর কাজে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন, **আল্লাহ** তয়ালা চাইলে তবে আপনার কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করার প্রতিদান নসীব হবে। যদি আপনি কোরআনে পাক না পড়ে থাকেন তবে আপনি নিজেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা যা শুধুমাত্র ৪১ মিনিটের হয়ে থাকে, এতে অংশগ্রহন করুন, ইসলামী বোনদের জন্য প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা রয়েছে, যাতে ইসলামী বোনেরাই ইসলামী বোনদেরকে ঘরেই ফি সবিলিল্লাহ কোরআনে পাক পাঠ করায়।

এহি হে আ'রযু তালিমে কোরআঁ আ'ম হো জায়ে
তিলাওয়াত করনা সুবহ ও শাম মেরা কাম হো জায়ে

ইনফিরাদী কৌশিশের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে একটি মাদানী উদ্দেশ্য দান করেছেন যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন এবং এভাবে মুসলমানদেরকে নেককার, নামাযী বানাতে, সুন্নাতে অভ্যস্ত করতে আর গুনাহ থেকে বাঁচাতে তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করা শুরু করে দিন, মাদানী কাফেলা ছাড়াও যখনই কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে স্নেহ ও ভালবাসায় ভরা পদ্ধতিতে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইনফিরাদী কৌশিশের উৎসাহ তো আমাদের মাদানী ইনআমাতেও অন্তর্ভূক্ত, যেমন; মাদানী ইনআম নম্বর ২২ এ রয়েছে: **আজ কি আপনি কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশ করার**

মাধ্যমে মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইনআমাতের উৎসাহ দিয়েছেন? মাদানী ইনআম নম্বর ৫২ এ রয়েছে: **আজ কি আপনি এই সপ্তাহের ইজতিমার পরপরই স্বয়ং অগ্রগামী হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করে নতুন নতুন ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছেন?** (কমপক্ষে চারজনের সাথে সাক্ষাত এবং কমপক্ষে একজনের ঠিকানা ইত্যাদি অবশ্যই নিন অতঃপর তাদের সাথে যোগাযোগও রাখুন) নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান ঐসকল ইসলামী ভাই, যারা আশেপাশের গ্রামে মাদানী কাফেলা, বয়ান, মাদানী দাওরা, মাদানী মাশওয়ারা এবং নিজের হালকা ও এলাকা ইত্যাদিতে ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকে। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী বৃদ্ধি পায়। ✯ ফয়যানে সুন্নাতে দরস এবং ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। ✯ সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য ইসলামী ভাইদেরকে প্রস্তুত করা যেতে পারে। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশ দ্বারা মসজিদকে আবাদ রাখাতে সহয়তা অর্জিত হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

ড্রাইভারের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশেষ বাসগুলো ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় যেখানে অবস্থান করে সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, একটি খালি বাসে গান বাজছিল আর ড্রাইভার বসে বসে 'গাঁজা' অর্থাৎ এক প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করছে। আমি গিয়ে ড্রাইভারের সাথে ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সাক্ষাতের বরকত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল আর সে নিজেই গান বন্ধ করে দিল এবং গাঁজাযুক্ত সিগারেটও নিবিয়ে দিল। আমি মুচকি হেসে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট **"কবরের প্রথম রাত"** তাকে দিলাম সে তখনই টেপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে খুবই প্রভাবিত হল, ভীত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করল এবং **"ইনফিরাদী কৌশিশ"**

এর বরকতে বাস থেকে নেমে সেই ইসলামী ভাইয়ের সাথে ইজতিমায় এসে বসে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরআন হচ্ছে উত্তম ঔষধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকাল সন্ধ্যা কোরআনে পাকের তিলাওয়াতকারীরা যেমন অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব পায় তেমনি এর বরকতে প্রকাশ্য ও গোপনীয় রোগবালাই থেকে শিফাও নসীব হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গলা ব্যাথার অভিযোগ করলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কোরআন পাঠ করা অবলম্বন করো। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৯, হাদীস নং-২৫৮০) এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার বুকে কষ্ট হচ্ছে। ইরশাদ করলেন: কোরআন পড়ো, **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অন্তরের শিফা)। (দুররে মানসুর, ৪/৩৬৬)(পারা ১১, ইউনুস, আয়াত ৫৭) বরং কোরআনে করীম তো বিভিন্ন রোগের উত্তম ঔষধ। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُالدَّوَاءِ اَلْقُرْاٰنُ অর্থাৎ উত্তম ঔষধ হলো কোরআনে করীম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/১১৬-১১৭, হাদীস নং-৩৫০১)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ উত্তম তাবীয হলো তা, যা কোন কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে করা হয়, **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি ক্বোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ওই বস্তু, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত;

কোরআনে মজীদ মন, শরীর এবং রুহ সবকিছুর জন্য ঔষধ স্বরূপ। যদি অন্যান্য কালামেরও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা হয়ে থাকে, তবে **আল্লাহ তায়ালা**র কালাম সম্পর্কে আপনাদের কি ধারনা, যার ফযীলত অন্যান্য কালামের উপর এমন, যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার তাঁর** সৃষ্টির উপর। কোরআনে পাকে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা বিশেষ রোগ এবং বিপদকে দূর করার জন্য, সেই আয়াতের পরিচয় বিশেষ লোকদেরই হয়ে থাকে। (ফয়যুল কদীর, ৩/৬২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পুরো কোরআনে করীমই রোগীদের শিফা এবং বিপদ ও কষ্টে সহায়তাকারী এবং কোরআনে পাকের প্রতিটি সূরার নিজস্ব ফযীলত ও শান রয়েছে, যা জান ও মালের হিফাযত করা, দুঃখ কষ্ট লাঘব করে আনন্দ ও খুশি প্রবেশ করা এবং রোগ থেকে মুক্তি প্রদানে যথেষ্ট। সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৬৭৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"জান্নাতি যেওর"** থেকে কোরআনে পাকের কয়েকটি সূরার সংক্ষিপ্ত ফযীলত শ্রবণ করি। **সূরা ফাতিহা** ১০০বার পাঠ করে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয়, **সূরা বাকারা** তিলাওয়াত করাতে শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায়, **আয়াতুল কুরসী** পাঠ করাতে অভাব দূর হয়ে যায়, **সূরা কাহাফ** সর্বদা পাঠকারী দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে, পিতামাতার কবরে প্রত্যেক শুক্রবার **সূরা ইয়াসিন** তিলাওয়াত করাতে এর হরফের সংখ্যার সমান তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **সূরা দুখান** পাঠ করাতে বিপদ দূর হয়ে যায়, যে মৃত্যুপথযাত্রী তার উপর **সূরা জাসিয়া** পাঠ করে দম করলে মৃত্যু ঈমানের সহিত হবে, **সূরা হুজরাত** পাঠ করা এবং দম করে পানি পান করা ঘরে কল্যাণ ও বরকতের জন্য উপকারী, **সূরা ক্বাফ** পাঠ করাতে বাগানে অধিকহারে ফল ফলে, **সূরা আর রহমান** ১১বার পাঠ করাতে সকল উদ্দেশ্য পূরণ হয়, যে ব্যক্তি প্রতিদিন **সূরা ওয়াকিয়া** পাঠ করবে, সে কখনো দারিদ্র হবে না। **সূরা মূলক** প্রতিরাতে পাঠকারী কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে, **সূরা মুযাম্মিল** ১১বার পাঠ করাতে সকল বিপদ সহজ হয়ে যায়, **সূরা মুদ্দাসসির** পাঠ করে কোরআন হিফয করা দোয়া করলে, কোরআন করীম মুখস্ত করা সহজ হয়ে যাবে, **সূরা নাযিয়াত** পাঠ করাতে মৃত্যুকষ্ট হয়না, **সূরা দোহা** পাঠ করাতে পলাতক লোক ফিরে আসে, **সূরা আলাম নাশরাহ** যে সম্পদের উপর পাঠ করা হয়, তাতে অত্যধিক বরকত হবে, **সূরা ত্বীন** ৩বার পাঠ করাতে চরিত্র ও আচরণ উন্নত হয়, **সূরা আলাক** জোড়ার ব্যাথার ঔষধ, যে সকাল সন্ধ্যা সূরা কদর পাঠ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার সম্মান বৃদ্ধি করে দিবে, **সূরা বাইয়্যিনাহ** হচ্ছে কুষ্ঠ এবং পান্ডু রোগের প্রতিকার, **সূরা যিলযাল** হলো কোরআনের এক চতুর্থাংশ, যে ব্যক্তি বা পশুর নযর লেগে যায় তার উপর **সূরা আদিয়াত** পাঠ করে দম করা উপকারী, **সূরা আল কারিয়া** পাঠ করাতে বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকা যায়, **সূরা তাকাসুর** ৩০০বার পাঠ করাতে খুব দ্রুত ঋণ আদায় হয়ে যায়, সূরা আছর পাঠ

করাতে দুঃখ দূর হয়ে যায়, **সূরা হামযা** এবং **সূরা ফিল** শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা এবং **সূরা কোরাইশ** প্রাণের নিরাপত্তার জন্য পরীক্ষিত, **সূরা মাউন** বড় বিপদের সময় পাঠ করা উপকারী, **সূরা কাওসার** তিলাওয়াত করাতে নিঃসন্তানের সন্তান হয়ে যায়, **সূরা কাফিরুন** কোরআনের চতুর্থাংশের সমান, **সূরা ইখলাস** কোরআনে তৃতীয়াংশের সমান, এর অনেক ফযীলত রয়েছে, **সূরা ফালাক** ও **সূরা নাস** জ্বিন ও শয়তান এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বাচিঁয়ে রাখে। (জান্নাতি যেওর, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদেরও যদি তিলাওয়াত করার প্রেরণা নসীব হয়ে যেতো, আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়ায় অংশগ্রহন করি:

তিলাওয়াত কা জযবা আতা কর ইলাহী মুয়াফ ফরমা মেরী খাতা হার ইলাহী
তিলাওয়াত করোঁ হার গড়ী ইয়া ইলাহী বকোঁ না কভী ভি মে ওয়াহী তাবাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলত এবং আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খুবই মনমুগ্ধকর "**মাদানী পাঞ্জেসূরা**" কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন। এই কিতাবটি প্রতিটি ঘরে থাকা আবশ্যক। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে প্রসিদ্ধ কোরআনী সূরা, দরূদ শরীফ এবং রূহানী চিকিৎসার পাশাপাশি অসংখ্য সুগন্ধিময় মাদানী ফুল তার সুগন্ধি বিলিয়ে যাচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে পাক পাঠ করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করীমের ২৯ পারার সূরা মুযাম্মিলের ৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ﴿۴﴾
(পারা ২৯, সূরা মুযাম্মিল, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কোরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ১০ম খন্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে, ধীরে ধীরে এমনভাবে কোরআন পাঠ

করুন যেনো হরফ সমূহ আলাদা আলাদা থাকে, যে স্থানে ওয়াকফ করতে হয় তা এবং সকল হারাকাত (এবং মদ্দাহ) সমূহ আদায়ের বিষয়ে সজাগ থাকা। আয়াতের শেষে "تَرْتِيْلًا" বলে এই বিষয়ের প্রতি জোড় দেয়া হয়েছে যে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াতকারীদের জন্য তারতিল সহকারে (ধীরে ধীরে) তিলাওয়াত করা খুবই জরুরী। **(মাদারিক, মুযাম্মিল, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ১২৯২ পৃষ্ঠা)**

মনে রাখবেন! কোরআনে করীমের তিলাওয়াতকারীদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের বর্ষন তখনই হবে, যখন সে বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পাঠ করতে জানবে। আমাদের সমাজে লোকেরা আধুনিক দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করা, ইংরেজী ভাষা, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন কোর্সের জন্য তো সেই সম্পর্কীত প্রতিষ্ঠানে মোটা ফি জমা করতে দ্বিধা করেনা, কিন্তু আফসোস, শত কোটি আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে ফি সবিলিল্লাহ কোরআনে পাক পাঠ করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। মনে রাখবেন! যারা বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে কোরআনে পাক পাঠ করা জানেনা, তারা সাওয়াব অর্জনের পরিবর্তে গুনাহ সম্পাদন করে বসছে।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: অসংখ্য কোরআন তিলাওয়াতকারী এমন রয়েছে যে, (ভুল পড়ার কারণে) কোরআন তাদের প্রতি লানত করে থাকে। **(ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)**

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "এতটুকু তাজবীদ শিখা, যাদ্বারা প্রতিটি হরফকে অপর হরফ থেকে সঠিকভাবে পার্থক্য করা যায়, ফরযে আইন। তা ছাড়া নামায একেবারেই বাতিল।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩য় খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন: "নিঃসন্দেহে এতটুকু তাজবীদ শিখা ফরযে আইন, যাদ্বারা তাজবীদের কায়দা অনুযায়ী হরফকে সঠিক মাখারিজ সহকারে আদায় করা যায় এবং ভুল পড়া থেকে বাঁচা যায়।" **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ট খন্ড, ৩৪৩)** সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যার দ্বারা হরফ বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়না, তার উপর ওয়াজিব যে, হরফ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ রাতে রাতদিন পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করতে থাকা। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৫৭০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও বিশুদ্ধ কায়দা ও মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী হই এবং পাড়তেও চাই তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন স্থানে এবং মসজিদ ইত্যাদিতে সাধারনত ইশার নামাযের পর হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, যাতে বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা সঠিক মাখারিজ সহকারে হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত কোরআনে করীম শিখে এবং দোয়া মুখস্ত করে থাকে, নামায ইত্যাদি বিশুদ্ধ করে আর সুন্নাতের শিক্ষা বিনামূল্যে অর্জন করে থাকে। তাছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঘরে প্রায় প্রতিদিনই প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা নামে মাদরাসাও লাগানো হয়, যাতে ইসলামী বোনেরা কোরআনে পাক, নামায এবং সুন্নাতের ফ্রি শিক্ষা গ্রহন করে থাকে এবং দোয়া মুখস্ত করা হয়। কোরআনের শিক্ষা গ্রহন করার ফযীলতের কথা কি আর বলবো! সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশনা **১১৯৭** পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ৩য় খন্ডের ৪৮৪ পৃষ্ঠা থেকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী পর্যবেক্ষণ করুন: (১) তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০২৭) (২) যে কোরআন পাঠ করাতে অভিজ্ঞ, সে কিরামান কাতেবিনের সাথে রয়েছে এবং যে ব্যক্তি থেমে থেমে কোরআন পাঠ করে আর তার জিহ্বা সহজে চলেনা, কষ্টের বিনিময়ে আদায় করে, তার জন্য দু'টি প্রতিদান। (সহীহ মুসলিম, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৯৮) **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীম শিখার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহন করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের বরকত যথাযতভাবে এভাবেই অর্জিত হতে পারে, যখন আমরা এর আদবের প্রতিও লক্ষ্য রেখে তিলাওয়াত করবো এবং যদি আদবের প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয় তবে না এর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে আর না এর বরকত নসীব হবে বরং অনেক সময় গুনাহ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হতে পারে। আসুন! কয়েকটি আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি, যেনো সঠিকভাবে কোরআনে করীম পড়ে বরকত অর্জন করতে পারি।

❁ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিদিন সকালে পবিত্র কোরআন মজীদে চুমু দিতেন। আর বলতেন: 'এটি হচ্ছে আমার **রব তাআলার** প্রতিশ্রুতি ও **তাঁর** কিতাব।' (দুররে মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩৪ পৃষ্ঠা) ❁ পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা মুস্তাহাব, আর সূরা আরম্ভ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা সুন্নাত। অন্যথায় মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩য় অংশ, ৫৫০ পৃষ্ঠা) ❁ ওযু সহকারে ক্বিবলামুখি হয়ে, ভাল পোষাক পরিধান করে বসে, তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত, ৫৫০ পৃষ্ঠা) ❁ পবিত্র কোরআন দেখে দেখে পাঠ করা, মুখস্থ পাঠ করার থেকে উত্তম। এতে করে তিলাওয়াত করা হয়, দেখাও হয় এবং হাতে স্পর্শ করাও হয়, আর এসব কাজ হচ্ছে ইবাদত। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৫ পৃষ্ঠা) ❁ কোরআন মজীদকে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা উচিত। কণ্ঠ ভাল না হলেও ভাল কণ্ঠ বানানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু এমন ভাবে সুর দিয়ে পড়া, হরফ উচ্চারণে কম বেশী হয়ে যায়, যেমন গায়করা করে থাকে, এটা না-জায়েয। বরং পড়ার সময় তাজবীদের কায়েদার দিকে খেয়াল রাখুন। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা) ❁ কোরআন মজীদ উচ্চ স্বরে পাঠ করা উত্তম, যদি তা কোন নামাযী, রোগী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্টের কারণ না হয়। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ উচ্চ স্বরে যখন কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন উপস্থিত সকলেরই তা শ্রবন করা ফরজ, ঐ সমাগমে যদি সকল মানুষই তা শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। অন্যথায় এক জন শুনলেই যথেষ্ট হবে। যদিও অন্য লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা) ❁ একত্রে উপস্থিত সবাই উচ্চ আওয়াজে কোরআন তিলাওয়াত করা হারাম। বেশির ভাগ (মৃত ব্যক্তির) তৃতীয় দিবসে সবাই মিলে বড় আওয়াজে কোরআন শরীফ পড়ে থাকে, এটি হারাম। যদি কিছু লোক এক সাথে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত কারী হয়, সেক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান হচ্ছে নিম্ন স্বরে পড়া। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড ৩য় অংশ, ৫৫২ পৃষ্ঠা) ❁ বাজারে অথবা যেসব স্থানে লোকজন কাজে ব্যস্ত থাকে, সেখানে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করা না-জায়িয। লোকজন যদি শ্রবন না করে, তবে তিলাওয়াতকারী গুনাহগার হবে। যদি কাজে ব্যস্ত হবার পূর্বে সে কোরআন তিলাওয়াত শুরু করে, আর ঐ জায়গা কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং

প্রথমে পড়া সে শুরু করে আর লোকেরা শ্রবন করেনা তবে লোকেরা গুনাহগার হবে, আর যদি কাজ শুরু করার পর সে পড়া শুরু করে তবে পাঠকারী গুনাহগার হবে। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ শুয়ে শুয়ে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাতে কোন বাধা নেই, যদি পা সংকুচিত অবস্থায় থাকে, আর মুখ খোলা থাকে (অর্থাৎ চেহারা যেনো কোন কিছু দ্বারা ঢাকা না থাকা), অনুরূপ হাটাচলা ও কাজকর্ম করার সময়ও কোরআন তিলাওয়াত জায়িয, যদি মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়। অন্যথায় মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, ৪৯৬পৃষ্ঠা) ❁ গোসলখানায় এবং অপবিত্র স্থানে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা না-জায়িয। (প্রাগুক্ত) ❁ পবিত্র কোরআন শরীফের তিলাওয়াত শ্রবন করা, তিলাওয়াত করা, নফল (নামায) পড়ার চাইতে উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ কোন ব্যক্তি ভূল ভাবে পড়ে থাকলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাকে বলে দেওয়া, যদি বলে দেওয়াতে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। (প্রাগুক্ত, ৪৯৮ পৃষ্ঠা) ❁ কোরআনের তিলাওয়াত করার সময় তারতীল অর্থাৎ থেমে থেমে পাঠ করা উচিৎ কেননা এটা মুস্তাহাব। ❁ যদি তিলাওয়াতের সময় একাগ্রতা কমে যায় এবং অলসতা অনুভব হয় তবে কিছুক্ষণের জন্য তিলাওয়াত বন্ধ করে দিন, যেনো অলসতা দূর হয়ে আবারো একাগ্রতার সহিত তিলাওয়াত করাতে সহজ হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশাদ করেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমারদের মন চায় কোরআন পাঠ করতে থাকো, অতঃপর যখন এদিক সেদিক মন যায় তখন উঠে যাও।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফাযয়িলে কোরআন, হাদীস নং-৫০৬০, ৩য় খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের আরো আদব সম্পর্কে জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"তিলাওয়াতের ফযীলত"** অধ্যয়ন করুন।

মে আদব কোরআন কা হার হাল মে করতা রাহোঁ
হার গড়ী এ্যয় মেরে মওলা তুঝ সে মে ডরতা রাহোঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনের শিক্ষাকে প্রসারের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগ

(১) মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) (২) খন্ডকালিন মাদরাসাতুল মদীনা (৩) আবাসিক মাদরাসাতুল মদীনা (৪) মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা শাখা) (৫) প্রাপ্ত

বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা (৬) প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা (৭) অনলাইন মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) (৮) অনলাইন মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা শাখা)

মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা)য় দেশ বিদেশে মাদানী মুন্নাদেরকে কোরআনে পাকের হিফয ও নাজারার শিক্ষা দেয়া হয়। খন্ডকালিন মাদরাসাতুল মদীনায় স্কুলে পড়া শিশুদের স্কুলের পাঠ শেষ করার পর এক বা দুই ঘন্টার জন্য কোরআনে করীমের শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। আবাসিক মাদরাসাতুল মদীনায় শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে কোরআনে পাক হিফয ও নাজারা পড়ে থাকে। মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা শাখা)য় কারী ইসলামী বোনেরা মাদানী মুন্নীদেরকে **ফিসবিলিল্লাহ** কোরআনের হিফয ও নাজারা ফি শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সময় মাত্র ৪১ মিনিট, এতে ইসলামী বোনেরা বিশুদ্ধ মাখরিজ সহকারে কোরআন পড়ানো হয়, নামায, সুন্নাত এবং দোয়াও মুখস্ত করানো হয়। প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ইসলামী বোনেরা ঘরে সম্মিলিত ভাবে **ফিসবিলিল্লাহ** কোরআন পড়িয়ে থাকে এবং ইসলামী বোনদের নামায, দোয়া এবং তাদের বিশেষ মাসআলা সমূহ শিখিয়ে থাকে। মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন (বালক শাখা)য় কারী সাহেবগণ মাদানী মুন্না এবং বড়দেরও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোরআন পড়িয়ে থাকে, সুন্নাত শিখায় এবং দোয়া মুখস্ত করিয়ে থাকে। মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন (বালিকা শাখা)য় ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদেরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পড়িয়ে থাকে এবং তাদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রায় ৮৬টি দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত দেশে বিদেশের মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা শাখা)র সংখ্যা প্রায় ২৭৬১টি (দুই হাজার সাত শত একষট্টি) এবং এতে প্রায় ১২৮৪১৩ জন (এক লক্ষ আটাশ হাজার চার শত তের) মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীকে হিফয ও নাজারার ফ্রি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

এহি হে আ'রযু তা'লিমে কোরআঁ আ'ম হো জায়ে
তিলাওয়াত করনা সুবহ ও শাম মেরা কাম হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নী ওলামা ও মাশায়িকের প্রতি ভালবাসার প্রতিফলে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ **"ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"** নামেও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেনো এর মাধ্যমে সুন্নী ওলামায়ে কিরাম ও মাশায়িকে এজাম (মসজিদের ইমাম, খতিব, শিক্ষক) দেরকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে অবহিত করা যায়, তাদের সাথে সম্পর্কে রক্ষা করে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় এবং তাদের থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে সাহায্য নেয়া যায়। আর যেনো তাদের দোয়া নেয়া যায় ও সুন্নী মাদরাসা ও জামেয়ায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সফর করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ　　নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"আবু জাহলের মৃত্যু"** এর ২১ নং পৃষ্ঠা থেকে সফর করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ✯ সফরে বের হওয়ার উত্তম দিন হলো সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা)**

☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে সফরে নিজের সকল সাথীদের সাথে সতঃস্ফূর্ত থাকার জন্য যাত্রার পূর্বে এই অযিফা পাঠ করার জন্য বললেন: (১) সূরা কাফিরুন (২) সূরা নসর (৩) সূরা ইখলাস (৪) সূরা ফলক (৫) সূরা নাস। প্রত্যেক সূরা একবার করে এবং প্রত্যেকের পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং সবার শেষে একবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নিন (এমনভাবে সূরা হবে পাঁচটি এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ছয়বার হবে) সয়্যিদুনা জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি এমনিতে তো সম্পদশালী ছিলাম, সফরে বের হওয়ার উত্তম দিন হলো সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

সফর করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকা জাদুয়াল

(১) বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বয়ান: ৫ মিনিট, (২) দোয়া মুখস্ত করা: ৫ মিনিট, (৩) ফিকরে মদীনা: ৫ মিনিট। সর্বসাকুল্যে ১৫ মিনিট।

সফর করার সুন্নাত ও আদব

✯ আয়না, চিরুনি, সুরমা, মিসওয়াক সাথে রাখা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১০৫১ পৃষ্ঠা) ✯ ইলম শিখার জন্য প্রশ্ন করাতে লজ্জা করা উচিৎ নয়। (আরবী কে সাওয়ালাত অউর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৮ পৃষ্ঠা) ✯ রাস্তায় উচু জায়গায় বা সিড়িতে উঠার সময় প্রভৃতি উচু স্থানের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" এবং সিড়ি কিংবা ঢালু জায়াগার দিকে নামার সময় سُبْحٰنَ اللّٰه বলবে। ✯ যদি কোন ব্যক্তি সফরে যায় তবে মুসাফিরের সাথে মুসাফাহ করবে এবং তার জন্য এই দোয়া করবে: اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ط অর্থাৎ- আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের শেষ দিককে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সোর্পদ করলাম। (আল হিসনুল হাসীন, ৭৯ পৃষ্ঠা) ✯ সফর অবস্থায় নামাযে কখনো অলসতা করবেনা। ✯ মাঝপথে বাস নষ্ট হয়ে গেলে ড্রাইভার কিংবা মালিকদের বকাবকি করে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করার পরিবর্তে ধৈয্য সহকারে অপেক্ষা করবে এবং জান্নাত লাভের আকাঙ্খায় যিকির আযকারে ব্যস্ত থাকবে। ✯ ভীড়ের সময় কোন দূর্বল বা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখলে সাওয়াবের নিয়তে তাকে গাড়িতে নিজের আসন ছেড়ে দিবে।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

✯যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মাদানী হালকায় আজকের জাদুয়াল অনুযায়ী **"যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া"** মুখস্ত করানো হবে।

اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্থ রিযিক ও সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) মুহূর্তকাল চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার পূর্বে **"ভাল ভাল নিয়্যত"** করে নিই।

১. **আল্লাহ তায়ালা** সন্তুষ্টির জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের রিসালা থেকে আজকের ফিকরে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করবো এবং অপরকের উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

৩. যার উপর আমল হয়নি, তার জন্য আফসোস এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী মাদানী ইনআমের প্রতি **আল্লাহ** না করুক আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকীর (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো মাদানী ইনআমাতের উপর আমল) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর পরেও আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার আসল উদ্দেশ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামী কালও মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ (অর্থাৎ ফিকরে মদীনা) করবো।

৯. যেনতেন ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো।

আজ যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তা নিচে দেয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ :- নিজের মাদানী ইনআমাতের রিসালার উপর দৃষ্টি রেখেই ফিকরে মদীনা করুন।

সম্মিলিতভাবে ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি (৭২ মাদানী ইনআমাত)

প্রতিদিনের ৫০টি মাদানী ইনআমাত:

(১) ভাল ভাল নিয়্যত কি করেছি? (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযা তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? (৩) প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতিমা, সূরা ইখলাস কি পাঠ করেছি? (৪) আযান ও ইকামতের উত্তর কি দিয়েছি? (৫) ৩১৩ বার দরূদ শরীফ কি পাঠ করেছি? (৬) মুসলমানকে কি সালাম করেছি? (৭) আপনি ও জি বলে কি কথাবার্তা বলেছি? (৮) জায়িয বিষয়ের ইচ্ছায় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলেছি কি? (৯) সালাম ও হাঁচি দাতার

হামদ শুনে কি উত্তর দিয়েছি? (১০) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পরিভাষা কি ব্যবহার করেছি? (১১) ক্ষুধা হতে কম খেয়ে পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর চেষ্টা কি করেছি? (১২) দু'টি মাদানী দরস কি দিয়েছি? (১৩) প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি পড়েছি "বা" পড়িয়েছি? (১৪) ১২ মিনিট সংশোধন মুলক কিতাব এবং ফয়যানে সুন্নাত থেকে ধারাবাহিক ভাবে ৪ পৃষ্ঠা কি পড়েছি? (১৫) ফিকরে মদীনা কি করেছি? (১৬) সালাতুত তাওবা কি আদায় করেছি? (১৭) চাটাইয়ে ঘুমিয়েছি কি, মাথার পাশে সুন্নাত বক্স কি রেখেছি? (১৮) সুন্নাতে কবলিয়্যা ও ফরযের পর নফল সমূহ কি আদায় করেছি? (১৯) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিন কি আদায় করেছি? (২০) তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ কি আদায় করেছি? (২১) কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহ কি তিলাওয়াত করেছি? (২২) দু'জনের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ কি করেছি? (২৩) দু'ঘন্টা কি মাদানী কাজে অতিবাহিত করেছি? (২৪) নিজের নিগরানের আনূগত্য কি করেছি? (২৫) কারো নিকট থেকে চেয়ে কি কোন জিনিস ব্যবহার করেছি? (২৬) কারো দোষ সংগঠিত হলে কি তাকে সংশোধন করেছি? (২৭) পর্দার উপর কি পর্দা করেছি? তাছাড়া কিবলার দিকে মুখ করে কি বসেছি? (২৮) রাগের চিকিৎসা কি করেছি? (২৯) অহেতুক প্রশ্ন তো করিনি? (৩০) নামুহরিম আত্মীয় স্বজন/ নামুহরিম প্রতিবেশীর সাথে কি শরয়ী পর্দা করেছি? (৩১) সিনেমা, নাটক, গান বাজনা থেকে বিরত থেকেছি? (৩২) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কি করেছি? (৩৩) অপবাদ, গালাগালি করা থেকে কি বিরত থেকেছি? (৩৪) অন্যের কথা তো কাটিনি? (৩৫) সাদায়ে মদীনা কি লাগিয়েছি? (৩৬) চোখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে কি দৃষ্টিকে নিচের দিকে রেখেছি? (৩৭) অপরের ঘরের ভেতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার কি চেষ্টা করেছি? (৩৮) মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী থেকে কি বিরত ছিলাম? (৩৯) দিনের অধিকাংশ সময় কি ওযু অবস্থায় ছিলাম? (৪০) শ্রোতার চেহারা দিকে তো দৃষ্টি নিবদ্ধ করিনি? (৪১) সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? (৪২) মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন রেখেছি? (৪৩) সবার সাথে একইরূপ সম্পর্ক কি রেখেছি? (৪৪) নামায ও দোয়ায় কি বিনয় ও নম্রতা বজায় রেখেছি? (৪৫) বিনয়ের এমন শব্দ তো বলিনি যার সমর্থন অন্তরে ছিলো না? (৪৬) মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে ইশারায় এবং ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেছি কি? (৪৭) একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার অডিও, ভিডিও বা মাদানী চ্যানেল ১ ঘন্টা ১২ মিনিট কি দেখেছি? (৪৮) হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, সে আঘাত দেয়া, অট্টহাসি দেয়া থেকে কি বিরত ছিলাম? (৪৯) প্রয়োজনীয় কথা অল্প শব্দে কি বলেছি? (৫০) সারাদিন মাদানী হুলিয়া কি পরিধান করে ছিলাম?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনি

❖ ❖ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ❖❖ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ কুফলে মদীনা চশমা ব্যবহার ১২ বার

সাপ্তাহিক ৮টি মাদানী ইনআমাত

(৫১) সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহন ছিলো? (৫২) ইজতিমার পর ৪ জনের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ কি করেছেন? (৫৩) রোগীর শশ্রুষা কি করেছি? (৫৪) মাদানী দাওরায় কি অংশগ্রহন করেছি? (৫৫) যারা পূর্বে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু এখন আসে না, তাদেরকে আবারো সম্পৃক্ত করার কি চেষ্টা করেছি? (৫৬) মসজিদ ইজতিমায় (সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা) কি অংশগ্রহন করেছি? (৫৭) চিটি কি প্রেরণ করেছি? (৫৮) সোমবার শরীফের রোযা কি রেখেছি?